104

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শামীম বিতাড়িত ॥ ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের ভাষ্য

গত ২৬ আগস্ট বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত 'ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহম্মেদ ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত' শীর্ষক সংবাদের কিছু অংশ প্রকৃত তথ্যভিত্তিক নয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষে শামীম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ৫ বছরের অনার্স কোর্স সমাপ্ত না করায় তার ছাত্রত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সাবেক উপাচার্য তাকে পুনর্ভর্তির অনুমতি না দিলেও বর্তমান উপাচার্য নিয়মনীতি শিথিল করে তাকে পুনরায় ভর্তির সুযোগ দেন ও 'সিক বেডে' পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করেন" বলে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা প্রকৃত তথ্যভিত্তিক নয়। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাঠক মহল বিভ্রান্তি নিরসনে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ভর্তি, পুণর্ভর্তি এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিজস্ব কিছু বিধিবদ্ধ নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়া রয়েছে যার সাথে উপাচার্য আদৌ সংশ্লিষ্ট থাকেন না। শামীম আহম্মেদ রাজনৈতিক কারণে দীর্ঘদিন জেলে থাকায় তার পড়াশোনা ব্যাহত হয়।

সে পুনর্ভর্তির আবেদন জানালে বিগত কয়েকমাস আগে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির একজন ছাড়া সকল শিক্ষকের জোর সুপারিশে ডীনস্ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাকে পুনর্ভর্তির অনুমতি দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে উপাচার্যের কোন ভূমিকাই ছিল না।

এছাড়া অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের 'সিক বেডে' পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা করার বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। প্রধান মেডিক্যাল অফিসারের সুপারিশক্রমে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এই ব্যবস্থা করে থাকেন। এ বিষয়ে উপাচার্যের কিছু জানার কথা নয় এবং উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে উপাচার্য আদৌ অবগত ছিলেন না। সুতরাং কেউ যদি 'সিক বেডে' পরীক্ষা দেয় তা হলে তা সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে।— বিজ্ঞপ্তি।